22140023

International Baccalaureate®
Baccalauréat International
Bachillerato Internacional

BENGALI A: LITERATURE – STANDARD LEVEL – PAPER 1
BENGALI A : LITTÉRATURE – NIVEAU MOYEN – ÉPREUVE 1
BENGALÍ A: LITERATURA – NIVEL MEDIO – PRUEBA 1

Friday 9 May 2014 (morning)
Vendredi 9 mai 2014 (matin)
Viernes 9 de mayo de 2014 (mañana)

1 hour 30 minutes / 1 heure 30 minutes / 1 hora 30 minutos

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

- Do not open this examination paper until instructed to do so.
- Write a guided literary analysis on one passage only. In your answer you must address both of the guiding questions provided.
- The maximum mark for this examination paper is *[20 marks]*.

INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

- N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
- Rédigez une analyse littéraire dirigée d’un seul des passages. Les deux questions d’orientation fournies doivent être traitées dans votre réponse.
- Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est *[20 points]*.

INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS

- No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
- Escriba un análisis literario guiado sobre un solo pasaje. Debe abordar las dos preguntas de orientación en su respuesta.
- La puntuación máxima para esta prueba de examen es *[20 puntos]*.

© International Baccalaureate Organization 2014

https://xtremepape.rs/

*নিচে দেওয়া দুটি রচনার মধ্যে যেকোন **একটির** সাহিত্যিক বিশ্লেষণ (গাইডেড লিটেরারি অ্যানালিসিস্) কর। উত্তরটির জন্য অবশ্যই রচনার নিচে দেওয়া সহায়ক প্রশ্নদুটিকে রূপরেখা হিসাবে ব্যবহার করতে হবে.*

1.

আমার সোনার বাংলা

আমি যে দেশকে দেখি সে কি এই স্বপ্নভূমি থেকে জেগে ওঠা
বহুদূরব্যাপী কল্লোলিত, সে কি রূপসনাতন
সে কি আমার সোনার বাংলা, কোনো রূপকথা নয়!
তার চক্ষুদ্বয় তবে এমন কোটরাগত কেন, মুখ জুড়ে সূর্যাস্তের
কালোছায়া,
কেন তার সবুজ গাছের দিকে সহসা তাকালে দেখি
ধূসর পিঙ্গল বর্ণ, নেমেছে তুষার আর মাঠে সারি সারি
কুয়াশার তাঁবু
লোকশ্রুত এই কি সোনার বাংলা শোনা যায় শুধু শোকগাথা!
কেউ কেউ দেশের বদলে তাই মানচিত্র দেখায় কেবল
বলে, এখানে গোলাপ চাষ হয়, এখানে অধিক খাদ্য ফলে
গান শোনে টেপ রেকর্ডারে বাংলার চিরন্তন মুগ্ধ ভাটিয়ালি
আর বারোমাস পাখির কূজন
তারও কিছু সামান্য নমুনা এই টেপে
যেন মেপে মেপে দেশের মডেল একখানি
অপরূপ কাসকেটে তুলে রাখা আছে!
মৃদু টেপে এখানেও পাখির গান শোনা যায়, ম্যাপের রেখায় মূর্ত
স্নিগ্ধ নদী, শস্যক্ষেত, সবুজলালিত ঘন পার্ক
সুচারু ফোয়ারা থেকে ঝরে জল পান করে পাথরের
পীতাভ হরিণ
চেয়ে আছে স্বপ্নময় বাংলাদেশ ট্যুরিস্টের মনোরম ম্যাপের পাতায়।
আমি যে দেশকে দেখি সে যে এই স্বপ্নভূমি থেকে উঠে আসা।
আপাদমস্তক ছিন্নভিন্ন
সে যে আজো জয়নুলের দুর্ভিক্ষের কাক
আজো বায়ান্নার বিক্ষুব্ধ মিছিল
আজো আলুথালু, আজো দুঃখী
আজো ক্ষুণ্ন পদাবলী!
তার কনকচাঁপার সব ঝাড় কেটে আজ সেখানেই বারুদ
শুকানো হয় রোদে
আর চন্দ্রমল্লিকার বনে আততায়ীর কী জমাট আড্ডা বসে গেছে,
নিষ্পত্র নিথর লোকালয় দুঃখ-অধ্যুষিত
সেই পিকাসোর বেয়াড়া ষাঁড়টি যেন তছনছ করে এই নিকানো
উঠোন ঘরবাড়ি
লোকশ্রুত এই কি সোনার বাংলা, এই কি সোনার বাংলা!

মহাদেব সাহা, *রক্তমাখা বুক জুড়ে* (২০০৯)

https://xtremepape.rs/

(a) কবিতাটির মূল বিষয়বস্তুর প্রতি কবির কি মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা নিয়ে আলোচনা কর।

(b) কবিতাটিতে কবি হারানোর অনুভূতি যেভাবে রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন তা কতদূর সফল তা নিয়ে মন্তব্য কর।

https://xtremepape.rs/

2.

ক্ষয়িষ্ণু সূর্যের বিপরীতে পুবের হালকা মেঘ অনেকটা স্নিগ্ধ করে দিয়েছে। রৌদ্রতাপ; দুপুরের উত্তর দিগন্তের লাল, হলুদ আর সবুজ আলোর ছটা যেন বদলে দেয় অনেক কিছু: জীবনের সব আলো যখন ফুরোয়, আঁধার যেখানে পাথেয় হয়ে ওঠে তখন আর বাইরের সজ্জার রঙে কী হবে? হৃদয়ের নিঃস্বতা, আত্মার নিঃসঙ্গতা যতো পারুক ফুঁটে উঠুক ধূসর ধোঁয়ার মতো, কোথায় যে অনল ক্রমশ পুড়ে ছাই হচ্ছে। কিম্বা অনল নিজেকে পোড়াতে–পোড়াতে বিরামহীনভাবে কমলা, লাল আর নীল রঙের আঁচল উড়িয়েছে এই আসন্ন দুপুরের তপ্ত হাওয়ায়। তারপর তার হাওয়ার তপ্ততা ভৈরব নদীতে স্নান করে, ফিরিয়ে আনতে চায় যেন প্রভাতের রঙীন প্রান্তের মুখরিত হাওয়া আর ঋজু ও মৃদু সোনালী রোদের আভা। […] এই মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে সাজাদের মনে হয়, কোথায় যেন ভবিতব্যের স্বেচ্ছাচারিতার সীমারেখা নির্ধারণ করে জাগতিক বস্তুপুঞ্জ। নিয়তিকে একেবারে অস্বীকার করে না সাজাদ। সে ভাবে মানুষ তার কর্মফলের জন্যে দায়ী, বহুক্ষেত্রে একথার সত্যতা কই? — শহরের মধ্যপথ থেকে পুবদিকে এই নদীটি বয়ে গেছে। বড়ো সড়ক থেকে নেমে কাঁচা রাস্তা ধরে কিছুক্ষণ চলার পর শ্মশান। পাকা সড়কের ওপারে ছোটো ব্রীজ, যেখান থেকে নেমে সিকি মাইল হাঁটলে শ্মশানের সম্মুখপাশের দেয়াল ঘেরা বড়ো ফটক। নীলগঞ্জ মহাশ্মশানের পেছনে বুড়ি ভৈরবে বর্ষাকালে যে স্রোত খুব কম তাও না; ওদিক দিয়ে হাঁটতে থাকে সাজাদ; শুরুতে মনে হয় একটা জঘন্য নোংরা এলাকা; শ্মশানে স্মৃতিসৌধ বাদেও কিছু সমাধি আছে; ডোম আর বৈরাগীদের – যাদের পোড়ানো হয় না। নদীর পাশ দিয়ে রাস্তাগুলো সরু–সরু এবং কর্দমাক্ত; বাতাসে দুঃসহ গন্ধ। সাজাদ কিছুদূর এগিয়ে আবার ফিরে আসার কথা ভাবে। নদীর দুপাশে বড়ো–বড়ো ঝাঁকড়া গাছ। নদীর খাড়া গায়ে কিছু–কিছু গাছ নতমুখে ঝুঁকে আছে। গায়ে–গায়ে জড়াজড়ি। ডালে–ডালে গা লাগানো। গাছগুলো উন্নত খাড়া আর চওড়া গুড়ি দিয়ে বুক টান করে আকাশ–ছোঁয়া ঋজু স্তম্ভসারির মতো উঁচুতে ওঠা। জড়াজড়ি করে পাতারা যে প্রাসাদ তৈরি করেছে তার ভেতর সূর্যের আলো প্রবেশ করা কষ্টসাধ্য। নদীর ক্ষীণ কলস্বর ছাড়া অদ্ভূত নিস্তব্ধ সব। হাঁটু পর্যন্ত ঘাস। ভেতরে সমস্ত গাছগুলোর সামনের পাড়ের গা ঘেষে দুপাশের অজস্র কলাগাছের পরিচ্ছন্ন পাতা, বুনট সারিবদ্ধতা আর দীর্ঘদেহের বিস্তৃত উপস্থিতি আর রঙ ও রূপের রুচিস্নিগ্ধ সত্তার সম্ভ্রান্ত পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে সহায়তা করে। সাজাদ নদীর ধার থেকে ফিরে গিয়ে চোখের সামনে কব্জি এনে দেখে ঘড়িতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল চলে। সাজাদ উল্টো হাঁটতে–হাঁটতে ফিরে যায়। মন্দিরের বারান্দায় চৌকির ওপর বসে দিলীপ চা খাচ্ছে। তাড়াতাড়ি সাজাদ একটা ছেলেকে পাঠায় গরম পুরি আনার জন্য। কালিদাসীর ভাত রান্না হয়ে গেছে। কার্তিক হালদার তার নিজের ঘরে খেয়ে ফিরে এসেছে। আসন্ন বিকেল থেকে সন্ধ্যা পরবর্তী আবার আড্ডা জমবে। একটু–একটু করে আসা–যাওয়া শুরু হয়েছে। এই আসছে এই যাচ্ছে। কিছুক্ষণের ভেতর সবাই জড়ো হয়ে যাবে। আজকে বোধহয় কেউ–কেউ কাজেও যায় নি। অবশ্য এর বিশেষ একটা কারণ সাজাদ। সাজাদকে ঘিরে নানা ধরনের বিষয় নিয়ে আড্ডা হয়। সাজাদ যে আজ সকাল থেকে এসেছে, সবাই জানে সেটা। দিলীপ আড্ডায় সূত্রধরের কাজ করে। সাজাদকে দেখে বলে, “এইতো আসা শুরু করেছে সব”: পুষ্পরেণু, সাঈদা, লিলি, কার্তিক হালদার, কালিদাসী, দিলীপ, সাজাদ, কখনও কখনও শুধু চা আনার জন্য পারভীন।

সেলিম মোরশেদ, *সেলিম মোরশেদের নির্বাচিত গল্প* (২০০৪)

(a) উপরোক্ত অংশে সাজাদের চরিত্রটি যেভাবে গড়ে তোলা হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা কর।

(b) উপরোক্ত অংশে লেখক যেভাবে ভাষার সাথে খেলার মাধ্যমে প্রকৃতির চিত্রকল্প উপরোক্ত অংশে ফুটিয়ে তুলেছেন তা নিয়ে আলোচনা কর।

https://xtremepape.rs/